6

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 DEC 1998
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

বুয়েটে ভর্তি পদ্ধতি এখনও চূড়ান্ত হয় নাই

আনোয়ার আলদীন ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি পদ্ধতি নিয়া সৃষ্ট জটিলতার সুরাহা না হওয়ায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা সংশয়-উৎকণ্ঠার আবর্তে দিন কাটাইতেছে।

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

বুয়েট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সনাতনী পদ্ধতিতে না-কি ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে 'বিতর্কিত' পদ্ধতিতে আগামী ভর্তি পরীক্ষা হইবে তাহা এখনও চূড়ান্ত করা হয় নাই।

মার্চে এই ভর্তি পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়া সৃষ্ট জটিলতাকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপত্য বিভাগের ১৩ জন শিক্ষকের চাকুরীচ্যুতি এবং ভিসিসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন দায়িত্ব হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

বুয়েট সূত্রে জানা যায়, কিছুদিন পূর্বে স্থাপত্য বিভাগের অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। প্রফেসর জামিণুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের এই কমিটি তাহাদের রিপোর্টে ১৯৯৭-'৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রণীত ভর্তি পদ্ধতিকে অতীতের সকল ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির চাইতে ভাল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। কমিটি স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির জন্য মুক্তহস্তে অঙ্কনের জন্য ৫৫ মিনিট হইতে সময় বাড়াইয়া দেড় ঘন্টা এবং মুক্ত হস্তে অঙ্কনের পূর্বে ১০ মিনিট বিরতির পরিবর্তে ৪৫ মিনিট বিরতির সুপারিশ করিয়াছে। এই কমিটি বলিয়াছে। '৯৭-৯৮-এর ভর্তি পদ্ধতিতে অতীতের বছরগুলির তুলনায় বেশী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির সুযোগ লাভ করিয়াছে। ফলে এই কমিটি কার্যত 'বিতর্কিত' ভর্তি পদ্ধতির পক্ষেই মত দিয়াছে।

এই ব্যাপারে বুয়েটের ভিসি ডঃ নূরুউদ্দিন আহমদ বলেন, ডিসেম্বর মাসে একাডেমিক কমিটির সভায় ভর্তি পদ্ধতি পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত আহ্বায়ক কমিটির রিপোর্ট ভর্তি কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হইবে। ভর্তি কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

'৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা প্রায় ৪ মাস ক্লাস বয়কট, আমরণ অনশন, ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে। এই বিভাগের ১৩ জন শিক্ষক ফেব্রুয়ারী মাসে ছাত্রদের পক্ষ নিয়া পদত্যাগ করিলে বুয়েট হইতে তাহাদের চাকুরীচ্যুত করা হয়। পরে ইহার জের হিসাবে গত ৪ঠা এপ্রিল বুয়েটের সাবেক ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদসহ ৭১ জন শিক্ষক বিভিন্ন পদ হইতে পদত্যাগ ও কর্মবিরতি পালন করে।